কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 2 5 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত

কেশবপুরে ঝড়ে উড়ে গেছে ১০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাল

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি ▷

যশোরের কেশবপুরে গত বৃহস্পতিবার রাতের কালবৈশাখীতে টিটাবাজিতপুর এম কে বি মহিলা কলেজের বাকি টিনের চালাও উড়ে গেছে। এ নিয়ে তিন দিনের সন্ধ্যা ও রাতের ঝড়ে ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলো। লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খোলা আকাশের নিচেই পাঠদান দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

জানা গেছে, গত মঙ্গল ও বুধবারের কালবৈশাখীতে টিটাবাজিতপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, আড়ুয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গৌরীঘোনা ভদ্রাপল্লী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ভাল্যকঘর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হিজলডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাণ্ডারখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাতাশকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাগরদত্তকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শ্রীফলা-চাঁদডাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাল উড়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ১০ লাখ টাকার অবকাঠামো ক্ষতি হয়েছে। তিন দিনের ঝড়ে প্রচুর গাছপালাও ভেঙে পড়েছে। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে আমের।

টিটাবাজিতপুর এম কে বি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ শামীম রেজা বলেন, গত মঙ্গলবারের ঝড়ে তাঁর কলেজের টিনের চালার একটি অংশ উড়ে যায়। বৃহস্পতিবার রাতের ঝড়ে কলেজের বাকি টিনের চালাও উড়ে গেছে। তাই শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে ক্লাস নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

টিটাবাজিতপুর এম কে বি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি ডা. নজরুল ইসলাম বলেন, কালবৈশাখীতে বিদ্যালয়ের দুটি শ্রেণিকক্ষের চাল উড়ে গেছে। এতে প্রায় এক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আড়ুয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র মণ্ডল বলেন, ঝড় বিদ্যালয়ের ছয়টি শ্রেণিকক্ষের চাল উড়িয়ে নিয়েছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিকাশচন্দ্র সরকার বলেন, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা ভবন মেরামতের জন্য তাঁর দপ্তরে আবেদন করেছেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।